

কলকাতার উচ্চ আদালতে
সাংবিধানিক রিট প্রার্থিতার
আপিল পক্ষ

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি কৌশিক চন্দ

ডাবলু.পি.এ. ২০১৬ সালের ৮৭৯৮ নম্বর

ধরমদেও সিং ও অন্যজন

-বনাম-

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য

এবং

ডাবলু.পি.এ. ২০২২ সালের ১৭৭৬ নম্বর

গৌরী প্রসাদ সিংহ

-বনাম-

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্য

: শ্রী উজ্জল রায়, আইনজীবী,

শ্রী অর্পা চক্রবর্তী, আইনজীবী

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য

: শ্রী জয়দীপ কর, সিনিয়র আইনজীবী

কুমারী দেবযানী সেনগুপ্ত, আইনজীবী

শ্রী অভিজিৎ চ্যাটার্জি, আইনজীবী,

কুমারী শাহিনা হক, আইনজীবী,

কুমারী জোনাকি খান, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়

: ২৩.০৮.২০২৩

রায়

: ১৫.১২.২০২৩

বিচারপতি, কৌশিক চন্দ :-

এই রিট আবেদনগুলির সাথে জড়িত অবিসংবাদিত তথ্যগুলি নিম্নরূপ:

২। আবেদনকারী নং. ১ এবং ২ ডাবলু.পি.এ. তে ২০১৬ সালের ৮৭৯৮ নং যথাক্রমে ১৯৮৬ এবং ১৯৯০ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈমিত্তিক কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন।

৩। ১২ মার্চ, ১৯৯৬-এ, দূরশিক্ষা অধিদপ্তরের উপদেষ্টা কমিটি, (সংক্ষেপে, "ডিডিই") উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা উপাচার্যের পরামর্শ অনুসারে আবেদনকারীদের সহ দশজন নৈমিত্তিক কর্মীকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তদনুসারে, ডিডিইতে জুনিয়র পিয়ন হিসাবে আবেদনকারীদের পক্ষে নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছিল।

৪। তাদের নিয়োগের পর, ৩০ মার্চ, ২০০০ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিভাগ উক্ত দশটি অ-শিক্ষক পদকে এই শর্তে অনুমোদন দেয় যে রাজ্য এই পদগুলির জন্য কোনও আর্থিক দায় বহন করবে না।

৫। ডিডিই ২৯ শে মার্চ, ২০০৬-এ পিটিশনকারীদের সিনিয়র পিয়ন পদে পদোন্নতি দিয়েছিল তাতে কোনও বিতর্ক নেই।

৬। ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিষদের কোনো অনুমোদন ছাড়াই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ভাগ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সামনে তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছে:

"বিজ্ঞাপন প্রকাশ, বাছাই কমিটি গঠন এবং সাক্ষাৎকারের কোন যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নিয়োগ রেফারেন্সের অধীনে কর্মচারীদের

ডিরেক্টর, ডিডিই নিয়োগের জন্য সমস্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং এটিও প্রতীয়মান হয় যে রেজিস্ট্রার কর্তৃক নিয়োগপত্র প্রদানের স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। তাছাড়া এম. খাটুয়া, গৌরী প্রসাদ সিনহা ও জীবন কের নামে কয়েকজন কর্মচারীর পদোন্নতির বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নিয়ম বহির্ভূত বলে মনে হচ্ছে কারণ পদোন্নতি/নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পালন করা হয়েছে তার সমর্থনে কোনো প্রামাণ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু-এ দুই কর্মচারী নিয়োগের ভিত্তিও আইন বহির্ভূত বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলি সমস্ত সামাজিক অবিচারের চর্চাকে চিত্রিত করে যেখানে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির রেফারেন্সের অধীনে পদগুলির জন্য নিজেকে উপস্থাপন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অবৈধতার পুনরাবৃত্তি বা চালিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডিডিই-এর কেন্দ্রগুলিতে 'চুক্তির ভিত্তিতে' কর্মচারীদের নিয়োগের স্বাভাবিক অনুশীলন। "

৭। তদন্ত কমিটির উল্লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ তার ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের বৈঠকে,

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৮। দেখা যাচ্ছে যে কার্যনির্বাহী পরিষদের উল্লিখিত রেজুলেশন অনুসরণ করে,

১৬-ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছিল। উল্লিখিত অফিস আদেশটি নীচে উদ্ধৃত করা হল:

"অফিস অর্ডার

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম কার্যনির্বাহী পরিষদ তার ১৫/০২/২০১৬ তারিখের বৈঠকে ডিডিই-এর কর্মীদের অবসর সুবিধা সম্পর্কিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ সহ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করে যারা ইতিমধ্যে তার চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং যারা যাচ্ছেন। ডিডিই-তে তাদের পরিষেবা থেকে অবসর নেওয়ার জন্য যথাযথভাবে সুপারিশ করা হয়েছে

ডিডিই-এর উপদেষ্টা কমিটি তার ০৯/০২/২০১৬ তারিখের সভায় এবং চুক্তিভিত্তিক এবং অন্যান্য সাত সংখ্যক কর্মচারী ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিডিই) সমস্ত কর্মচারীদের অনুমতি দিয়েছে, যাদের নাম ৭ তম সভার রেজুলেশনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ১২.০৩.১৯৯৬ তারিখের উপদেষ্টা কমিটির এবং পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ১০ ই মার্চ, ২০০০ তারিখের চিঠিতে তার নং ৩২০ - ইডিএন (ইউ) / ১ইউ (ভিআইডি) -১৫/-এর কোনো আর্থিক দায় ছাড়াই তাদের নিজ নিজ পোস্টে ০১/০৩/২০১৬ থেকে কার্যকরী নিম্নলিখিত শর্তাবলী বা ধারা সহ চালিয়ে যেতে।

শর্তাবলী :

- i) মূল বেতন এবং অন্যান্য ভাতাগুলি (উদ্দীপনা ছাড়া) বন্ধ হয়ে যাবে এবং এরপরে কোন বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হবে না এবং বর্তমান বেতনের উপর ভিত্তি করে একত্রিত নির্দিষ্ট বেতন দেওয়া হবে।
- ii) সেগুলিকে অস্থায়ী/অথবা আধা-স্থায়ী বা অপ্রমাণিত হিসাবে বিবেচনা করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা।
- iii) তাদের অবসরকালীন সুবিধাগুলি যেমন গ্র্যাচুইটি, ছুটি নগদকরণ এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত সুদে কোনো পেনশন/পারিবারিক পেনশন ছাড়াই অনুমতি দেওয়া হবো ছাড়াও, অবসর গ্রহণের সময় তারা এককালীন বন্ধের অনুদানের অধিকারী হবেন শুধুমাত্র ১.০০ লক্ষ টাকার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অর্থ বিভাগ মেমোরেন্ডাম নং ২৯৬৬ এফ (পি) তারিখ ২৩ এপ্রিল, ২০১০, আইটেম নং ৩ অনুযায়ী)।
- iv) সমস্ত কর্মচারীকে শীঘ্রই একটি নির্ধারিত প্রফর্মায় একটি অঙ্গীকার জমা দিতে হবে।
- v) ইতিমধ্যে দেওয়া পারিবারিক পেনশনের বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে এবং পেনশনের পরিমাণ হিমায়িত করা হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো অতিরিক্ত ভাতা অনুমোদিত হবে না।

সন্তোষজনক পারফরম্যান্সের জন্য গ্রুপ গ ও ঘ কর্মচারীরা বাৎসরিক প্রণোদনা পাবে যথাক্রমে ৩০০.০০/- টাকা এবং ২০০.০০/- টাকা(মাসিক অর্থ প্রদান করতে হবে) ডাবলু.ই.এফ. ১লা জুলাই, ২০১৬।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম কার্যনির্বাহী পরিষদ তার উপরোক্ত বৈঠকে সাত সংখ্যক কর্মচারীকে (শ্রী রতন মাহাতো, শ্রী ধরমদেও সিং, শ্রী দুলাল বেরা, শ্রী গৌরী প্রসাদ সিনহা, শ্রী কৃষ্ণকলি সামন্ত, শ্রী ভগবান প্রসাদ এবং শ্রী জীবন রায়) অনুমতি দিয়েছে। যাদের নাম ১২.০৩.১৯৯৬ তারিখের উপদেষ্টা কমিটির ৭ তম সভার প্রস্তাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১০ মার্চ, ২০০০ সালের চিঠিতে কোনো আর্থিক দায় ছাড়াই অনুমোদিত হয়েছে।(ইউ)/আইইউ (ভিআইডি) -১৫/৯৯ , উপরোক্ত ধারা নং (iii) এ উল্লিখিত হিসাবে অবসরকালীন সুবিধা (পেনশন / পারিবারিক পেনশন ছাড়া) সহবর্তমান শর্তাবলীতে তাদের নিজ নিজ পদে চালিয়ে যেতে। ধারা নং (iii) শ্রী মেঘনাদ দাস, যিনি নভেম্বর ২০১৫ এ অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রয়াত শ্রী অশ্রুজিৎ সরকার, যিনি ডিসেম্বর ২০১৫ এ মারা গেছেন, এর অবসর সুবিধার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের অবহিত করা হচ্ছে। এই আদেশ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্দেশ অনুসারে জারি করা হচ্ছে এবং ১লা মার্চ, ২০১৬ থেকে কার্যকর হবে।

এসডি/-

রেজিস্ট্রার। "

৯। তারপরে, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের উল্লিখিত অফিস আদেশটি ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখের একটি পরবর্তী অফিস আদেশ দ্বারা "ভবিষ্য তহবিল" এর জায়গায় "কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল" শব্দটি উল্লেখ করে এবং শেষের বিপরীতে একটি ক্রমিক নম্বর যোগ করে সংশোধন করা হয়েছিল। উল্লিখিত আদেশে থাকা শর্ত।

১০। আবেদনকারী নং ২ ফেব্রুয়ারী ২৬, ২০১৬ তারিখের একটি স্বীকৃতির চিঠির মাধ্যমে ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের শর্তাবলী গ্রহণ করেছে। উপরন্তু, এটি আরও প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী নং. ১ এবং ২ উভয়ই ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশটি গ্রহণ করেছেন, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১-এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিশ্চিত করা সম্পূরক হলফনামার পৃষ্ঠা ৬ থেকে স্পষ্ট হিসাবে একই তারিখে।

১১। তারপরে আবেদনকারীরা এই আদালতে ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের কার্যনির্বাহী পরিষদের রেজুলেশন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ এবং ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এই আদালতে এই রিট পিটিশন দাখিল করেন।

১২। শ্রী উজ্জল রায়, আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে উভয় আবেদনকারীকে ডিডিই কর্তৃক ৩ মে, ১৯৯৯ তারিখের সরকারী আদেশ নং ৩৪২ - ইডিএন (ইউ) এর শর্তে সিনিয়র পিয়ন পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। এবং তাদের বেতন-স্কেল সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়। আবেদনকারীদের ১২ মার্চ, ১৯৯৬-এ অনুষ্ঠিত ডিডিই-এর উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক অনুসারে নিয়মিতকরণের মাধ্যমে স্থায়ী করা হয়েছিল। উল্লিখিত রেজোলিউশনে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের স্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করবে এবং তাদের নিয়োগপত্রও পাবে। শর্ত থাকে যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মচারীদের

জন্য গ্রহণযোগ্য সাধারণ ভাতা পাওয়ার অধিকারী। আবেদনকারীদের নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য নিয়মিত কর্মচারীদের মতো পেনশন সহ সমস্ত পরিষেবা সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিল। শ্রী রায় দাখিল করেছেন যে যেহেতু সরকারী আদেশ নং ৩৪২ - ইউএন (ইউ) তারিখ ৩ মে, ১৯৯৯ তারিখে, ডিডিই দ্বারা জারি করা আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছিল, তাই এটি স্বীকার করতে হবে যে আবেদনকারীরা নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গৃহীত এবং প্রাপ্য পেনশন সহ পরিষেবা সুবিধা। শ্রী রায় আরও দাখিল করেন যে চাকরি নিশ্চিত করার প্রায় বিশ বছর পরে, বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ করে পরিষেবার শর্ত পরিবর্তন করতে পারে না।

১৩. শ্রী রায় আরও জমা দেন যে ২৭ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখের একটি রেজোলিউশনের মাধ্যমে, ডিডিই-র উপদেষ্টা কমিটি রুপি দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানত বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দশ জন কর্মচারীর বেতন ও খরচ মেটাতে একটি ব্যাংকে ৫০ লাখ টাকা। শ্রী রায় জোর দিয়ে বলেছেন যে ডিডিই-র ডিরেক্টর-ইন-চার্জ ৫ জুলাই, ২০১২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে রাজ্যের বিশেষ অফিসারকে পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদির মতো অবসরকালীন সুবিধাগুলি প্রদানের জন্য এই ধরনের আমানত ব্যবহার করা হবে।

১৪. শ্রী রায়ের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনারি সুবিধা সহ আবেদনকারীদের জন্য সমস্ত আর্থিক দায় বহন করতে সম্মত হয়েছিল। আবেদনকারীদের কেড়ে নিয়ে ভিন্ন অবস্থান নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল না' নিশ্চিত কর্মচারী হিসাবে বিশ বছর চাকরির পরে পেনশন পাওয়ার অধিকার।

১৫। শ্রী রায় পরামর্শ দেন যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে আদেশটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, স্পষ্ট করে যে তদন্ত প্রতিবেদনটি ডিডিই-এর সমস্ত কর্মচারীদের জন্য প্রয়োগ করা হবে, তারা ছাড়া। যারা ১২ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের পর (পেনশনভোগীদের সহ) নিযুক্ত হন। শ্রী রায় উক্ত বৈঠকে উল্লিখিত পাঁচটি শর্তের মধ্যে শুধুমাত্র শর্ত নং . ৩ আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল এবং অন্যান্য শর্ত নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের বেতন বন্ধ করে অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে আচরণ করেছে। মিঃ রায় যুক্তি দেন যে যদিও প্রস্তাবের জন্য আবেদনকারীদের একটি অঙ্গীকার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয় সময়ে সময়ে আবেদনকারীদের অঙ্গীকার জমা দেওয়ার জন্য হুমকি দেয় এবং আবেদনকারীদের তা দিতে বাধ্য করে। বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬ সাল থেকে আবেদনকারীদের বেতন বেআইনিভাবে হিমায়িত করেছে এবং তাদের কোনও সংশোধিত বেতনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।

১৬। শ্রী রায় দাখিল করেন যে ১৭ মে, ২০১৬ তারিখের আদেশে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার পরেই আবেদনকারীরা তাদের অধিকার এবং বিরোধের প্রতি কোন কুসংস্কার ছাড়াই বর্তমান রিট আবেদনে পাশ করার পরেই অঙ্গীকার করেছিলেন। শ্রী রায় আরও দাখিল করেন যে আবেদনকারী নং . ২ ফেব্রুয়ারী ১৬, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের বিষয়ে তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তাই আইনের চোখে এ ধরনের উদ্যোগের কোনো জোর নেই। শ্রী রায়ের পক্ষ থেকে আরও দাখিল করা হয়েছে যে উভয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা জারি করা মার্চ ৩০, ২০১৬ তারিখের আদেশের পরে আবেদনকারীরা কখনও কোনো অঙ্গীকার দেননি।

১৭। শ্রী রায় দাখিল করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর একটি নির্দেশনা থাকা উচিত ফেব্রুয়ারী ১৬, ২০১৬, এবং ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশ প্রত্যাহার করা এবং আবেদনকারীদের পেনশন সহ সমস্ত সুবিধা প্রদান করা।

১৮। তার দাখিলের সমর্থনে, শ্রী রায় এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ডাবলুপিসিটি ১১২/২০১২-এ দেওয়া একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে একটি ত্রুটি সংশোধন করা প্রয়োজন যেখানে ত্রুটিটি কোনও ত্রুটির জন্য করা হয়নি। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে যখন একজন নৈমিত্তিক কর্মচারীকে নিয়মিত করা হয় এবং নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পক্ষ থেকে কোনো প্রতারণা বা ভুল উপস্থাপনা দ্বারা প্ররোচিত হয় না, তখন একজন কর্মচারীর পক্ষে পদের অধিকার জমা হয়। সময়ের ব্যবধান নির্বিশেষে কর্মচারীকে এ জাতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৯। শ্রী রায় আরও নির্ভর করেছেন মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের উপর, যেটি রিপোর্ট করা হয়েছে (২০২১) ১০ এসসিসি ১১৬ (সোমেশ থাপলিয়াল বনাম ভাইস চ্যান্সেলর, এইচ.এন.বি. গাড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়)।

২০। উল্লিখিত রায়ের অনুচ্ছেদ ৪২ এর উপর নির্ভর করে, শ্রী রায় যুক্তি দেন যে একজন নিয়োগকর্তা সর্বদা গ্রহণযোগ্য অবস্থানে থাকেন। এটি নিয়োগকর্তার জন্য চাকরির শর্তাবলী নির্দেশ করার জন্য উন্মুক্ত। কর্মচারী, যিনি প্রাপ্তির শেষে আছেন, চাকরির শর্তাবলীতে স্বেচ্ছাচারিতা কমই অভিযোগ করতে পারেন। অতএব, এটা কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত শর্তটি চ্যালেঞ্জ করুন, যদি এটি আইনের অধীনে সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

২১। অন্যদিকে, কুমারী দেবযানী সেনগুপ্ত, বিজ্ঞ আইনজীবী, যার নেতৃত্বে শ্রী জয়দীপ কর, বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেছেন যে জুনিয়র পিয়নের পদটি, যেখানে আবেদনকারীদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তা হল বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর প্রকরণ ৮৮ অনুযায়ী নিম্ন অধস্তন কর্মী হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

২২। উল্লিখিত অধ্যাদেশের ১০ ধারা অনুসারে, নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক এই ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করা সাপেক্ষে, সংস্থাপন কমিটি কর্তৃক জুনিয়র সহকারীর পদে এবং নিম্ন অধীনস্থ কর্মচারীদের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে। রেকর্ডের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে রিপোর্ট করা হবে। আবেদনকারীরা নৈমিত্তিক কর্মচারী ছিলেন এবং তারা ডিডিই-তে কোনো অনুমোদিত পদের বিপরীতে নিয়মিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮১ এর ধারা ২১, উপ-প্রকরণ ৮ এর শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের অনুমোদন নিয়ে তৈরি করার ক্ষমতা নির্বাহী পরিষদের রয়েছে। আবেদনকারীদের সেখানে না থাকা ছাড়াই নিয়োগ করা হয়েছিল। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট কোন পদ এবং পদের অনুমোদনের কোন প্রস্তাব ছিল না। স্থায়ী ক্যাডারে কোনো অনুমোদিত পদ না থাকায় আবেদনকারীদের কর্মীদের আবেদন অবৈধভাবে করা হয়েছে।

২৩। কুমারী সেনগুপ্তা দাখিল করেছেন যে এটি কার্যনির্বাহী পরিষদ যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মচারীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু আবেদনকারীরা ডিডিই দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছিল, যা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮১ বা এর অধীনে প্রণীত সংবিধি বা অধ্যাদেশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করছে না। সিনিয়র পিয়ন পদে আবেদনকারীদের পদোন্নতি কোনো শূন্য অনুমোদিত পদ ছাড়াই করা হয়েছিল, যা কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

২৪. মিসেস সেনগুপ্তা জমা দিয়েছেন যে কার্যনির্বাহী পরিষদ তার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সাত কর্মচারীকে তাদের নিজ নিজ পদে বর্তমান শর্তাবলীতে অবসরকালীন সুবিধা সহ কিন্তু পেনশন এবং পারিবারিক পেনশন ছাড়াই চলতে দেওয়া হবো আবেদনকারীরা ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশ দ্বারা প্রচারিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬, বা ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে এবং চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। এটি আরও জমা দিয়েছেন কুমারী সেনগুপ্তা। যে আবেদনকারীরা ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের নিঃশর্ত গ্রহণের বিষয়ে এই রিট পিটিশনে ইচ্ছাকৃতভাবে জোর দিয়েছিলেন।

২৫. কুমারী সেনগুপ্তা যুক্তি দেন যে সরকারের অনুমোদন নিয়ে অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন রাজ্য দ্বারা প্রদেয়া আবেদনকারীরা এটা ভালো করেই জানতেন যে, যে পদের বিরুদ্ধে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেই পদটি পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার এই শর্তে অনুমোদিত হয়েছিল যে রাজ্য সরকার এই পদ সৃষ্টির সাথে বর্তমান বা ভবিষ্যতেও কোন আর্থিক দায়ভার বহন করবেন না।

রাজ্য সরকারের অনুমোদনে অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সমান মর্যাদা পাওয়ার রাজ্যের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করুন। কুমারী সেনগুপ্তা আরও যুক্তি দিয়েছেন যে ডিডিই-এর ২৭ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখের রেজোলিউশনে বেতন উল্লেখ করা হয়েছে, পেনশন নয়। তিনি উল্লেখ করেন যে আবেদনকারীরা মাসিক বেতন, মূল বেতন, মহার্ঘ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা এবং চিকিৎসা ভাতা পাচ্ছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ছুটি, ১৪ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এবং ত্রিশ দিনের অর্জিত ছুটি এবং অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে আবেদনকারীরা অবসরকালীন সুবিধাগুলি পাবেন যার মধ্যে গ্র্যাচুইটি, ছুটি নগদকরণ, এককালীন বন্ধ করার অনুদান ১ লক্ষ টাকা (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অর্থ বিভাগের স্মারক নং ২৯৬৬ - এফ (পি) অনুযায়ী ২৩ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে এবং কর্মচারীর ভবিষ্যত তহবিলে জমা।

২৬. কুমারী সেনগুপ্তা আরও স্পষ্ট করেছেন যে আবেদনকারীরা কোনও পেনশন বা পারিবারিক পেনশন পাওয়ার অধিকারী নন। কুমারী সেনগুপ্তা পরামর্শ দিয়েছেন যে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি কাউন্সিলের শেষ পরিদর্শনের পরে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির অবস্থা খ ++ হিসাবে গ্রেড করা হয়েছিল এবং তারপর থেকে, দূরত্ব এবং অনলাইন শিক্ষা কেন্দ্র শুধুমাত্র পুরানো কোর্স / পুরানো চালায় অব্যাহত একাডেমিক সেশন এটি ২০২১ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের নতুন করে ভর্তির অনুমতি দেয় না। ডিডিই এবং সেন্টার ফর ডিস্ট্যান্স এডুকেশন বা অনলাইন শিক্ষার দ্বারা কোন তহবিল তৈরি করা হয় না। সেবা এবং অবসরের দিকে বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত বোঝা এর কর্মীদের সুবিধা।

২৭. কুমারী সেনগুপ্তা দাখিল করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনকারীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যদিও আবেদনকারীদের নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়নি এবং তাদের নিয়োগ আইনের চোখে বৈধ নয়। তার জমা দেওয়ার সমর্থনে, কুমারী সেনগুপ্ত এআইএর ১৯৬৪ এসসি ৫২১ (পাঞ্জাব রাজ্য বনাম জগদীপ সিং) , (২০১০) ৫ এসসিসি ৪৭৫ (মোহাম্মদ আশিফ বনাম বিহার রাজ্য) , (১৯৯৭) এ রিপোর্ট করা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছেন) ২ এসসিসি ১ (অশ্বনী কুমার বনাম বিহার রাজ্য) , (২০০১) ১ এসসিসি ৩৭ (সুবেদার সিং বনাম জেলা বিচারক , মির্জাপুর) এবং ২০২৩ এসসিসি অনলাইন এসসি ১১৪ (বিভূতি শঙ্কর পাল্ডে বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য)

২৮। আমার দৃষ্টিতে, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের উপরোক্ত অফিস আদেশটি স্পষ্ট করে যে পিটিশনকারীদের অবসরকালীন সুবিধা (পেনশন/পারিবারিক পেনশন ব্যতীত) ধারা (iii) এ উল্লেখিত বিদ্যমান শর্তাবলীতে তাদের পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে) অন্যান্য শর্তাবলী, যেমন (i) , (ii) , (iv) এবং (v) ধারাগুলিতে নির্দেশিত হয়েছে, প্রযোজ্য নয় তাদের

২৯। অন্য কথায়, আবেদনকারীদের বিদ্যমান পরিষেবার শর্তাবলী পরিবর্তন করা হয়নি। শুধুমাত্র এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে তাদের পেনশন বা পারিবারিক পেনশন দেওয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত নিয়মিত কর্মচারী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত প্রযোজ্য পেনশন প্রকল্পের অধীনে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পেনশন পান এতে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না।

৩০। ঘটনাগুলি রয়ে গেছে যে আবেদনকারীদের মামলায়, রাষ্ট্র তার কাঁধে যাই হোক না কেন, কোনও আর্থিক দায় না নিয়ে ৩০ মার্চ, ২০০০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক দশটি পদ অনুমোদন করেছিল। যদিও আবেদনকারীরা বিরোধ করেন যে তারা ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের রেজুলেশনে প্রদত্ত পরিবর্তিত পরিবর্তিত শর্তাবলী মেনে নিয়েছেন, তারা সম্ভবত বিরোধ করতে পারেন না যে তারা তাদের পরিষেবা চালিয়ে গেছেন। সম্পূর্ণরূপে জেনে যে তাদের পরিষেবা এই শর্তে অনুমোদিত হয়েছে যে রাজ্য তাদের বেতন বা অবসরকালীন সুবিধাগুলির প্রতি কোনও আর্থিক দায় বহন করবে না। আবেদনকারীরা কখনই রাষ্ট্র কর্তৃক জারি করা ৩০ মার্চ ২০০০ তারিখের উল্লিখিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেননি। রাষ্ট্র কর্তৃক জারি করা ৩০ মার্চ, ২০০০ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জের অনুপস্থিতিতে, আবেদনকারীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো পেনশনারি সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

৩১। এই আদালতের অভিমত যে যখন বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনকারীদের নিয়োগ করতে বেছে নিয়েছিল, তাদের নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সমস্ত এনটাইটেলমেন্ট দিয়েছিল, এবং সচেতন ছিল যে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করবে না, একটি অবস্থান পরিবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা, পরবর্তীতে একটি বর্ধিত সময়ের জন্য আবেদনকারীদের পরিষেবাগুলি গ্রহণ করা অসম্ভব।

৩২। পিটিশনকারীদের তাদের পরিষেবাগুলিতে অবিরত থাকতে প্ররোচিত করা হয়েছিল এই প্রত্যাশার সাথে যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মচারীদের মতো পেনশনারি সুবিধা পাবেনা ২৭ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখের রেজোলিউশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ৫০ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী আমানত ছিল

বিশেষভাবে প্রশ্নবিদ্ধ দশ কর্মচারীর জন্য প্রতিষ্ঠিত, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী ৫ জুলাই, ২০১২ তারিখের একটি চিঠি, ডিডিই-এর রেজিস্ট্রার দ্বারা রাজ্যের প্রাসঙ্গিক বিভাগের বিশেষ সচিবকে জারি করা হয়েছে, স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ফিক্সড ডিপোজিট এবং এর অর্জিত সুদ থেকে উপরে উল্লিখিত দশজন কর্মচারীকে পেনশন বরাদ্দ করার জন্য ডিডিই-এর অভিপ্রায়কে স্পষ্টভাবে স্বীকার করে।

৩৩। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, যদিও আবেদনকারীরা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মতো পেনশনারি সুবিধাগুলি দাবি করতে পারে না, তারা পেনশনারি সুবিধার প্রাপ্য যা সুদের সাথে ৫০ লক্ষ টাকার সঞ্চিত তার উপর স্থায়ী আমানতের সীমিত সংস্থান থেকে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩৪। ফলস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আবেদনকারীদের জন্য একটি পেনশন স্কিম প্রণয়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা পূর্বোক্ত ফিক্সড ডিপোজিট থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে। এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে ৫০ লক্ষ এবং এর অর্জিত সুদ।

৩৫। পূর্বোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী দ্বারা যুক্তিযুক্ত বিষয়গুলির অন্যান্য দিকগুলিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৩৬। তদনুসারে, রিট আবেদন ডাবলু.পি.এ. ২০১৬ এর নং ৮৭৯৮ এবং ডাবলু.পি.এ. ২০২২ সালের ১৭৭৬ নম্বর পূর্বোক্ত নির্দেশাবলীর সাথে নিষ্পত্তি করা হয়।

এই প্রসঙ্গে : ডাবলু.পি.এ. ২০২২ সালের ১৭৭৬ নম্বর

৩৭। জড়িত অনুরূপ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, ডাবলু.পি.এ-তে আজ রায় দেওয়া হয়েছে।
২০১৬ সালের নং ৮৭৯৮ এই মামলাটিও পরিচালনা করবে।

৩৮। তদনুসারে, ডাবলু.পি.এ ২০২২ সালের ১৭৭৬ নং নিষ্পত্তি করা হয়।

৩৯। এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে
আনুষ্ঠানিকতা মেনে সমস্ত প্রয়োজনীয় সঙ্গে সম্মতি সাপেক্ষে পক্ষের সরবরাহ করা।

(বিচারপতি, কৌশিক চন্দ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়
বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং
সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের
উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।